গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা-৩ শাখা

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
সভার তারিখ	২১ অক্টোবর ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বিকাল ৪.০০ ঘটিকায়
স্থান	Zoom Cloud Platform.
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের পরিচয়পর্ব শেষে সভাপতি এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর (যুগ্ম সচিব)-কে সভার আলোচ্যসূচি ও প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান। এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্যোগের অগ্রগতি ও প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন।

২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-১: পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ এবং সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা :

ক্রম	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৩.১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের একশপ প্লাটফর্ম-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮৫১ জন উদ্যোক্তাকে একশপ প্লাটফর্ম-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে ১,০০০ জন উদ্যোক্তাকে উক্ত প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৩.২	সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে ডিজিটাল জুডিশিয়ারি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ এবং ডাটা সেন্টার খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৩০ নভেম্বর ২০২১-এর মধ্যে এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে প্রকল্প দলিল সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৩	মা টেলিহেলথ সেবা সম্প্রসারণ ও টেকসইকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি প্রমিত মডেল এবং SOP প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মা টেলিহেলথ সেবা সম্প্রসারণ ও টেকসইকরণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে ডিজিটাল হেলথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০ নভেম্বর ২০২১-এর মধ্যে ২ বছরের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে দলিল সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩.৪	প্রকল্পের উত্তম চর্চাসমূহ বৈশ্বিক পরিসরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৩০ নভেম্বর ২০২১-এর মধ্যে এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে প্রকল্প দলিল সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩.৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং এটুআই ও বেসিস-এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ‘বেসিস ই-গভ হাব’ কমিটি-এর সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ‘বেসিস ই-গভ হাব কমিটি’র সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে নভেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সভাটি আয়োজন করা হবে।
৩.৬	পরিবহন পুল ভবনে এটুআই প্রকল্পের নতুন অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পরিবহন পুল ভবনে এটুআই প্রকল্পের নতুন অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গণপূর্ত বিভাগ বরাদ্দকৃত স্থানের রেনোভেশন সংক্রান্ত উপযুক্ততা পর্যালোচনা করছে। তিনি আরও জানান যে, আইডিবি ভবনের ৯ম তলায় ৬,০০০ বর্গফুট স্থান ভাড়া নেওয়া হয়েছে যা ডিসেম্বর ২০২১ মাস হতে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে স্থান বরাদ্দের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি ডাক ভবন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এটুআই প্রকল্পের জন্য স্থান বরাদ্দ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি-২: প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৯০০৮.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ০১ জুলাই ২০২১ – ১৯ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ২৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, প্রকল্পের অগ্রগতি এডিপি-এর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক।

২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
	জিওবি	উন্নয়ন সহযোগী	মোট
বরাদ্দ	৬৮৪৬.০০	২,১৬২.০০	৯০০৮.০০
অবমুক্ত	৩,৩৯৪.০০	১,০৮২.০০	৪৪৭৬.০০
ব্যয় (০১ জুলাই ২০২১ – ১৯ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত)	১,৭১১.০০	৮৬৫.০০	২৫৭৬.০০
অগ্রগতি শতকরা হার	৫০.৪১%	৭৯.৯৪%	৫৭.৫৫%

কোয়ার্টারভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি			লক্ষ টাকায়	
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ

	আর্থিক	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্র গতি (%)	আর্থিক	আর্থিক অগ্র গতি (%)	ভৌত অগ্র গতি (%)
লক্ষ্যমাত্রা	১,৩৫৯	১৫.০৯%	২০%	২,৫০২	২৭.৭৮%	৩২%	২,৪৪১	২৭.১০ %	৩২%	২,৭০৬	৩০.০৪ %	৩৫%
অগ্রগতি (প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দের ভিত্তিতে)	১,৯১৭	২১.২৮%	২৫%	৬৫৯	৭.৩২%	১২%	-		-	-	-	
চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১,৯১৭	২১.২৮%	২৫%	২,৫৬৭	২৮.৬০%	৩৩%	-		-	-	-	

ক্রম	প্রকল্পের কম্পোনেন্ট	প্রকল্পের মোট ব্যয়	১৯ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (১৯ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)		
				এডিপি ২০২১-২২ বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	কম্পোনেন্ট ১ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ)	১৯২১০.২১	৩৯২৪.৬৯	২৬৪৩.৫১	৮৪৬	৩২%
২	কম্পোনেন্ট ২ (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)	২২০০০.৮১	৭,১৩৭.৪৫	৪,৭৭৩.৪	১,২৭৫	২৭%
৩	কম্পোনেন্ট ৩ (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৭৩৩৩.৬০	২,৩৫৫.৮২	১,৫৯১.১	৪৫৫	২৯%
মোট		**৪৮৫৪৪.৬২**	**১৩,৪১৭.৯৬**	**৯,০০৮.০০**	**২৫৭৬.০০**	**৯১.৪৫%**

আলোচ্যসূচি ৩: গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন

ক) সেবা সহজীকরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৫টি মন্ত্রণালয় এবং ২০৬টি অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৬০১টি সেবা সহজীকৃত করা হয়েছে এবং ৩,৭৫১ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমের আওতায় সহজীকৃত সেবা এবং ডিএসডিএল-এর মাধ্যমে সহজীকৃত সেবাসমূহ সমন্বয়ের পরামর্শ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট (ই-গভর্নেন্স), জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ সহজীকৃত সেবাসমূহের একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমানে এটুআই-এর পিএসসি কমিটি'র ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইএমইডি কর্তৃক এটুআই-এর ডিজিটাল সেবাসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাইগভ প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় ২১টি মন্ত্রণালয়ের ১২২টি দপ্তর/সংস্থার ১,৬৫৮টি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। ৪টি মন্ত্রণালয়ের ২১টি দপ্তর/সংস্থার ৬৪১টি ডিজিটাল সেবার উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। মাইগভ প্লাটফর্ম-এ এটুআই-এর সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে এবং প্লাটফর্ম-এর গ্রাহক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান

যে, এটুআই হতে প্রচারের লক্ষ্যে ৫০টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক-বান্ধব সেবা বাছাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, বাছাইকৃত ৫০টি সেবা ছাড়াও অন্যান্য ডিজিটাল সেবাসমূহের প্রচারের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সভাপতি এ মর্মে মন্ত্রণালয়সমূহকে একটি পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিসেম্বর-২০২১ এর মধ্যে ৯৯৮টি এবং ২০২২ সালের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়ের সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, এটুআই প্রকল্পের ন্যাশনাল কনসাল্টেন্ট জনাব মো: সালাহউদ্দিন জানান যে, মাইগভ প্লাটফর্ম ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এটুআই-এর এইচডি মিডিয়া ম্যানেজার মিজ পূরবী মতিন এটুআই কর্তৃক আয়োজিত মাইগভ-এর প্রচার বিষয়ক কর্মশালাগুলোতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, উদ্বোধন পরবর্তী সময়ে এটুআই-এর সহায়তায় ডিজিটাল সেবার সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করা, হোস্টিং বাবদ ব্যয় বরাদ্দ রাখা, প্রচারণা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় মন্ত্রণালয়সমূহের নিবিড় সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিএসডিএল-এর আওতায় অদ্যাবধি ১৭৬টি ডিজিটাল সেবা এবং ২৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১,৬২৪টি সেবার ডিজিটাইজেশনের ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ৪৮৪টি ডিজিটাল সেবা নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি ডাক বিভাগের জন্য আয়োজিত বিশেষ ডিএসডিএল-এর আদলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের জন্য ডিএসডিএল আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি আইসিটি বিভাগের জন্য নভেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে বিশেষ ডিএসডিএল আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

পেমেন্ট ইন্টেগ্রেশন বিষয়ে এটুআই-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস) জনাব তহুরুল হাসান জানান যে, একপে প্লাটফর্ম-এ ১৬টি ই-সেবা, ১৬টি ব্যাংক, মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ফিনটেক এবং ১৩টি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ৩০টি ব্যাংক, মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ফিনটেক, ১৬টি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সকল ই-সেবা সংযুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে একপে প্লাটফর্ম-এর জন্য একটি বিজনেস মডেল তৈরী করা হচ্ছে। এটুআই-এর পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর ডিজিটাল প্লাটফর্ম-এর সঙ্গে একপে প্লাটফর্ম-এর ইন্টিগ্রেশন জরুরী। এ প্রসঙ্গে সভাপতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রচার বিষয়ক অগ্রগতি বিষয়ে এটুআই-এর এইচডি মিডিয়া ম্যানেজার মিজ পূরবী মতিন জানান যে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের ডিজিটাল সেবার প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ফেসবুক-এর মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘ফেসবুক’- এবং সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি প্রচার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ) সিভিল সার্ভিস ২০৪১ বাস্তবায়ন: এটুআই প্রকল্পের ন্যাশনাল কনসাল্টেন্ট জনাব মো: সালাহউদ্দিন জানান যে, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিস ২০৪১ ধারণা পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ক কর্মশালার প্রাথমিক ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০২২ সালের মধ্যে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। সভাপতি ডিজাইনকৃত কন্টেন্ট এবং কর্মশালাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়-সহ সংশ্লিষ্ট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

গ) চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৭টি কর্মশালার মাধ্যমে ২৮টি প্রকল্প-প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত গবেষণা সেল স্থাপনের বিষয়ে ইউজিসি'র মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, ব্যাংকসমূহে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ইতিপূর্বে সিঙ্গাপুর পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায় ২১টি পেশা-ভিত্তিক ৪র্থ শিল্প বিপ্লবভিত্তিক দক্ষতা সম্পর্কিত স্কিলস রোডম্যাপ এবং ৩২টি ৪র্থ শিল্প বিপ্লবভিত্তিক পেশার কম্পিট্যান্সি স্ট্যান্ডার্ড/কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও, এটুআই কর্তৃক ১২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০৮ জন সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তার দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে এবং বিসিক, বিটাক এবং এনপিও কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিপ্লবভিত্তিক ৬টি পেশায় প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। সভাপতি পরবর্তী সভায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করার পরামর্শ প্রদান করেন।

ঘ) ডিজিটাল উপায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদান: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অর্থ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ অর্থ সহায়তা ডিজিটাল উপায়ে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, এটুআই প্রকল্প সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর ভাতা ডিজিটাল উপায়ে প্রদানে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। উল্লিখিত মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ডিজিটাল পেমেন্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটুআই প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। তিনি আরও জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন Central Grievance Redressal System (GRS) এবং ৩৩৩-এর মাধ্যমে উপকার ভোগীদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার সম্পর্কে উপকার ভোগীদের সচেতন করার জন্য মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরী ও প্রচার করা হচ্ছে। সভাপতি এটুআই কর্তৃক এবং মন্ত্রণালয়ের নিজ উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের এক্সেসেবিলিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এটুআই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের এক্সেসেবিলিটি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ঙ) ব্লেন্ডেড লার্নিং কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন: এটুআই-এর পলিসি স্পেশালিস্ট জনাব আফজাল হোসেন সারওয়ার জানান যে, ব্লেন্ডেড শিক্ষা কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স ও তার অধীন ৬টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, নভেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে এ বিষয়ক মহাপরিকল্পনার রূপরেখা চূড়ান্তকরণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। সভাপতি মহাপরিকল্পনাটি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নভেম্বর ২০২১ মাসের মাঝামাঝি সময়ে 'গবেষণা ও উন্নয়ন' উপ-কমিটি'র সভা আয়োজনের পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি-৪: প্রযুক্তি বিপর্যয়ে করণীয় নির্ধারণ:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিভিন্ন ডিজিটাল সিস্টেম-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত এবং মানব সৃষ্ট প্রযুক্তি বিপর্যয় এড়াতে সকল সিস্টেম-এর জন্য একটি ডিজাস্টার রিকভারি গাইডলাইন প্রস্তুত করা যেতে পারে। এটুআই-এর পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, উক্ত গাইডলাইন প্রস্তুত কার্যক্রমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার এর সম্পৃক্ততা আবশ্যক। সভাপতি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর পরিচালক (সিএ অপারেশন ও নিরাপত্তা) ও পরিচালক (ডাটা সেন্টার) জনাব তারেক বরকতউল্লাহ-এর নেতৃত্বে বিসিসি, ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)-এর সমন্বয়ে খসড়া ডিজাস্টার রিকভারি গাইডলাইন প্রস্তুতপূর্বক আইসিটি বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি ৫: ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়নে সকল সরকারি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সকল সরকারি দপ্তরে নিরবচ্ছিন্ন কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা, সকল ব্যবহারকারীর জন্য সমহারে ইন্টারনেট বণ্টন করা এবং ইন্টারনেট-এর গতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারকারী প্রতিটি সরকারি দপ্তরের জন্য রিডান্ড্যান্ট কানেক্টিভিটিসহ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন করা যেতে পারে। এটি বাস্তবায়িত হলে ই-

নথিসহ অন্যান্য ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের গতি বৃদ্ধি পাবে। এটুআই-এর পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সরকারি দপ্তরের ডিজাইনকৃত নেটওয়ার্ক-এর সুষ্ঠু মনিটরিং করা যেতে পারে। সভাপতি উক্ত প্রস্তাবনাটি পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি-৬: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরে আইসিটি সেল বাস্তবায়ন:
প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল-এর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ জানিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম ও আইসিটি সেলকে যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। এটুআই-এর পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে আইসিটি সেল-এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি বিষয়টি পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি-৭: বিবিধ
আইসিটি বিভাগের উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) মোছা: আসপিয়া আকতার এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প দলিল পরিমার্জনের ক্ষেত্রে বিদেশী দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার বিস্তারিত জানতে চান। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মাজেদুল ইসলাম জানান যে, বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার-এর আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে যা গৃহীত লক্ষ্যমাত্রার অধিক এবং প্রকল্প দলিল পরিমার্জনে উক্ত অর্থ প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩) সভায় আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৩.১। প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত অফিস স্পেস নিশ্চিতকরণে ডাক ভবন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.২ ।তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং এটুআই ও বেসিস-এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ‘বেসিস ই-গভ হাব’ কমিটি-এর সভা আয়োজন করতে হবে।

৩.৩। আইসিটি বিভাগ, বিসিসি এবং আওতাধীন দপ্তরের জন্য বিশেষ ডিএসডিএল আয়োজন করতে হবে।

৩.৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর ডিজিটাল প্লাটফর্ম-এর সঙ্গে একপে প্লাটফর্ম-এর ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৩.৫। (ক) মাইগভ প্লাটফর্ম-এর মাধ্যমে ডিজিটাইজডকৃত জনবান্ধব সেবাসমূহ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে প্রচারের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে সকল মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩.৫। (খ) মাইগভ-এর প্রচার বিষয়ক কর্মশালাগুলোতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একজন নির্ধারিত প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩.৬। সিভিল সার্ভিস ২০৪১-এর ডিজাইনকৃত কন্টেন্ট এবং পরবর্তী পদক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

৩.৭। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি’র পরবর্তী সভায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।

৩.৮। এটুআই কর্তৃক এবং মন্ত্রণালয়ের নিজ উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের এক্সেসেবিলিটি নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৯। ব্লেন্ডেড শিক্ষা কাঠামো প্রণয়নের মহাপরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা পর্যালোচনার লক্ষ্যে ‘গবেষণা ও উন্নয়ন’ উপ-কমিটি’র সভা আয়োজন করতে হবে।

৩.১০। বিসিসি-এর পরিচালক (সিএ অপারেশন ও নিরাপত্তা) ও পরিচালক (ডাটা সেন্টার) জনাব তারেক বরকতউল্লাহ-এর নেতৃত্বে বিসিসি, এনডিসি, ডিএসএ, বিটিআরসি-এর সমন্বয়ে খসড়া ডিজাস্টার রিকভারি গাইডলাইন প্রস্তুতপূর্বক আইসিটি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩.১১। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি’র পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী উপস্থাপন করতে হবে-

৩.১২। (ক) ডিজিটাল সেবা ব্যবহারকারী প্রতিটি সরকারি দপ্তরের জন্য রিডান্ড্যান্ট কানেক্টিভিটিসহ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (**LAN**) স্থাপন;

৩.১২। (খ) ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইনোভেশন টিম ও আইসিটি সেলকে যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক অনুরোধ জ্ঞাপন; এবং

৩.১২ (গ) ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত কার্যক্রম আইসিটি সেল-এর অন্তর্ভুক্তকরণ।

(৪) পরিশেষে আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০৪৫.৩২.০০৫.২০.৪০৬

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪২৮
০২ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২) সিনিয়র সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।
৩) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৫) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
৬) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
৮) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৯) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
১০) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
১১) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৩) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

১৪) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।

১৫) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

১৬) অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৭) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

১৮) অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১৯) মহাপরিচালক (প্রশাসন), মহাপরিচালক ৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২০) প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম।

২১) যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক (কম্পোনেন্ট-২,৩), যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক (কম্পোনেন্ট-২,৩), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম।

২২) পলিসি অ্যাডভাইজর, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম।

২৩) আবাসিক প্রতিনিধি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ।

২৪) সভাপতি, এফবিসিসিআই।

২৫) সভাপতি, ডিসিসিআই।

২৬) সভাপতি, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

২৭) সভাপতি, বেসিস।

২৮) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২৯) উপসচিব , উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৩০) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

৩২) প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেশালিস্ট (প্রজেক্ট ম্যানেজার), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম।

রোজিনা আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব